



এক নজরে খুলনা রেলওয়ে স্টেশন

- খুলনা রেলওয়ে স্টেশন দক্ষিণ বঙ্গের রাজধানী শিল্প নগরী হিসাবে পরিচিত খুলনা শহরে অবস্থিত। এটি দেশের বৃহত্তম রেল স্টেশন ও গণপরিবহন গুলোর মধ্যে ব্যস্ততম অবকাঠামো, যা খুলনার প্রবেশদ্বার হিসাবে পরিচিত। প্রতিষ্ঠার দশকে খুলনার আধুনিক ভবনগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ স্টেশনটির অদূরে বাগেরহাটে খানজাহান আলীর মাজার ও ষাট গম্বুজ অবস্থিত হওয়ায় স্টেশনটি শোভাবর্ধনের জন্য ষাট গম্বুজের আদলে স্টেশনের কেন্দ্র বিন্দুতে একটি সুউচ্চ ও স্বচ্ছ মিনার আকৃতি স্থাপিত। যার দ্বারা স্টেশনের অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবাহিত হয়।
- প্রতিষ্ঠাকাল = খুলনা পুরাতন রেলওয়ে স্টেশনটি ব্রিটিশ আমলে ১৮৮৪ সালে স্থাপিত হয়। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৪ সালের মধ্যে ‘বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলওয়ে কোম্পানি’ বেনাপোল থেকে খুলনা পর্যন্ত ব্রড গেজ রেল লাইন নির্মাণ করে। এরপর ১৮৮৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি খুলনা থেকে যশোর ও কলকাতার মধ্যে ট্রেন চলাচলের মাধ্যমে এই স্টেশনটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়।
পরবর্তীতে যাত্রীদের আধুনিক সুযোগ-সুবিধাদিতে পুরাতন স্টেশনের পাশেই ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে একটি নতুন ও আধুনিক রেলস্টেশন ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। নির্মাণকাজ শেষে ২০১৮ সালের ২৫ নভেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে যাত্রা শুরু করে।
- খুলনা আধুনিক রেলওয়ে স্টেশনটির মূল স্থপতি হিসাবে এককভাবে কোন স্থপতি হিসাবে পরিচিত নেই। এটি মূলত বাংলাদেশ রেলওয়ের ‘রিমডেলিং অব খুলনা স্টেশন এ্যান্ড ইয়ার্ড’ প্রকল্পের আওতায় একটি নির্ধারিত পরামর্শক বা কনসালট্যান্ট প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলী ও স্থপতিদের যৌথ নকশায় নির্মিত হয়েছে।
- বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর গতিপ্রকৃতি বিবেচনা করে খুলনার আধুনিক রেল স্টেশনটি মূলত বুলন্ত ছাতা বা প্যারাসল (Parasol) আকৃতির ক্যানোপি (Canopy) বা ছাউনির আদলে নির্মাণ করা হয়েছে। এই বিশেষ স্থপত্যশৈলী বেছে নেওয়ার পেছনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে:-

* রোদ ও বৃষ্টি থেকে সুরক্ষা: বাংলাদেশের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং তীব্র রোদ একটি সাধারণ চিত্র। একটি ছাতা যেভাবে আমাদের রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে, এই স্টেশনের ছাদ বা ছাউনিটি ও ঠিক সেভাবেপুরো স্টেশন ও প্লাটফর্মকে সুরক্ষিত রাখে।

* প্রাকৃতিক আলো ও বাতাস চলাচল: এই আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন ত্রিমাত্রিক ছাদ বাক্যানোপি কাঠামোর কারণে স্টেশনের ভেতর প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক আলো ও বাতাস চলাচল করতে পারে, যা আবহাওয়া উপযোগী এবং একই সাথে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী।

* সমসাময়িক আধুনিক স্থাপত্য: ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশনের ঐতিহ্যবাহী ‘প্যারাসল ছাদ’-এর আধুনিক রূপায়ণ বলা চলে খুলনার এই নতুন স্টেশনটিকে, যেখানে কলাম বা স্তম্ভগুলোর ওপর ছাতার মতো বিস্তৃত ডানা দিয়ে ছাদটিকে ধরে রাখা হয়েছে।

- স্টেশন ইয়ার্ডে রেলওয়ে ট্র্যাকের মোট দৈর্ঘ্যঃ ৯৩৮৭.৪৬ মিটার
- প্ল্যাটফর্ম শেডের সংখ্যাঃ ০৩ টি।
- রানিং লাইনের সংখ্যাঃ ০৬ টি। এ ছাড়া আরো ০২ টি ইঞ্জিনস্কেপ লাইন রয়েছে।
- প্রতিদিন ০৭ জোড়া আন্তঃনগর ট্রেন ও ০৪ জোড়া মেইল ট্রেন একাধিকবার আসা-যাওয়া করে।
- দৈনিক ১৫-২০ হাজার যাত্রী খুলনা স্টেশন ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গমন করে থাকেন।
- স্টেশন বিল্ডিংয়ের প্লিথ এরিয়াঃ ২০৫৫০ বর্গফুট।
- মোটল্যান্ড এরিয়াঃ ১৯৫.৪৪ একর।
- প্ল্যাটফর্ম সংখ্যাঃ ০৬ টি। প্রতিটি প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য ১১৮০ ফুট, প্রস্থ ১৪ ফুট ০৯ ইঞ্চি ও উচ্চতা ৩ ফুট ০৯ ইঞ্চি।
- লোকোমোটিভ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুলনা লোকোশেড ও ডিজেলশপ বিদ্যমান।
- ট্রেনের কোচ রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়াশিং ও ওয়াটারিং কাজের জন্য সিকলাইন এবং ওয়াশপিট (ব্রড গেজ) লাইন আছে।
- রেল দুর্ঘটনায় উদ্ধার কাজের প্রয়োজনে ১২০ টন ক্ষমতার ১ টি হাইড্রোলিক রিলিফ ক্রেন সার্বক্ষণিক রাখা আছে।

স্টেশন বিল্ডিংয়ে বিদ্যমান অফিস ও যাত্রী সুবিধাসমূহ

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ ১ম তলাঃ <ul style="list-style-type: none"> • ইলেক টিএল অফিস • সিগন্যাল অফিস • টেলিকম অফিস • টিএক্সআর অফিস • ট্রেনস অফিস • টিএক্সআর (আন্তঃনগর) অফিস • ট্রেন পরিচালক অফিস • ইয়ার্ড মাস্টাররুম • টিসি অফিস • জে এলআই অফিস • বড় মাস্টার অফিস • এওএম অফিস • বেডিং রুম • ১ম শ্রেনির ওয়েটিং রুম • শোভন শ্রেনির ওয়েটিং রুম • ভিআইপি ওয়েটিং রুম • পুলিশ ফাঁড়ি • বেসরকারি বুকিং কাউন্টার • প্রধান বুকিং অফিস • কাউন্টার ➤ ৪র্থ তলাঃ <ul style="list-style-type: none"> • অফিসার্স রেস্ট হাউজ = ০৩ (তিন) টি | <ul style="list-style-type: none"> ➤ ২য় তলাঃ <ul style="list-style-type: none"> • এসএসএই/টেলিকম অফিস • এসএসএই/কার্য অফিস • জেটিআই অফিস • আইএফআই লোকো রুম • এএমই হেড টিএক্সআর অফিস • আরএনবি (জি) অফিস • ভিআইপি কনফারেন্স রুম • ভিআইপি রেস্ট হাউজ • টিআই রুম • ব্যংক রুম • সহজ সার্ভার রুম • হোটেল রুম • রেস্টুরেন্ট ➤ ৩য় তলাঃ <ul style="list-style-type: none"> • টিকিট ডেড স্টক রুম • আরএনবি (গোয়েন্দা) শাখা • জেটিআই (টিসি) রুম • ইলেকপাওয়ার (অস্থায়ী) অফিস • সেনিটারীইন্সপেক্টররুম • ডাকবিভাগ (আরএমএস) অফিস • মসজিদ • আবাসিক হোটেলরুম |
|--|--|
- এছাড়াও স্টেশন ভবনের আশপাশের এলাকায় রেলওয়ে হাসপাতাল, অফিসার্স রেস্ট হাউস, লোকো রানিং রুম, গার্ড রানিং রুম, রেলওয়ে পুলিশ ব্যারাক, ইলেকট্রিকসাব-স্টেশন এবং ১০ হাজার লিটার ধারণ ক্ষমতার ০৩টি ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক আছে।